

দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭

সূচিপত্র

ধারাসমূহ

- ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও ব্যাপ্তি
- ২। ব্যাখ্যা
- ৩। দণ্ডবিধির ধারা ১৬১ ও ১৬৫ এর অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য অপরাধ হইবে
- ৪। সরকারি কর্মচারী কর্তৃক বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত বকশিস (gratification) গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুমান
- ৫। অপরাধমূলক অসদাচরণ
- ৬। [বিলুপ্ত]
- ৭। অভিযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত সাক্ষী হইতে পারিবেন

দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭

১৯৪৭ সনের ২ নং আইন

[১১ই মার্চ, ১৯৪৭]

ঘুম ও দুর্নীতি অধিকতর কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন*

যেহেতু ঘুম ও দুর্নীতি অধিকতর কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করিবার লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও ব্যাপ্তি।- (১) এই আইন দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিক ও 'প্রজাতন্ত্র] এর চাকরিতে নিয়োজিত সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, তাহারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন।

২। ব্যাখ্যা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “সরকারি কর্মচারী” অর্থ দণ্ডবিধির ধারা ২১ এ সংজ্ঞায়িত সরকারি কর্মচারী এবং কোনো কর্পোরেশন বা সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান (body) বা সংস্থার কোনো কর্মচারী এবং স্থানীয় 'কর্তৃপক্ষ] এর চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী, অথবা আইনের অধীন সৃষ্ট বা প্রতিষ্ঠিত যে কোনো কর্পোরেশন অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার চেয়ারম্যান, পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ট্রাস্টি, সদস্য, কর্মকর্তা বা অন্যান্য কর্মচারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। দণ্ডবিধির ধারা ১৬৬ ও ১৬৫ এর অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য অপরাধ হইবে।- ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এ ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উহার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, দণ্ডবিধির ধারা ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫ বা ১৬৫ক এর অধীন শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ আমলযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

৪। সরকারি কর্মচারী কর্তৃক বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত বকশিস (gratification) গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুমান।- (১) দণ্ডবিধির ধারা ১৬১ বা ১৬৫ শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধের বিচারকালে যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে নিজের জন্য অথবা অপর কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো বকশিস (বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত) অথবা কোনো মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছেন অথবা অর্জন করিয়াছেন, অথবা গ্রহণ করিবার জন্য সম্মত হইয়াছেন বা অর্জন করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইলে, বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হইলে, ইহা অনুমান করা হইবে যে, তিনি উক্ত বকশিস বা, ক্ষেত্রমত, মূল্যবান দ্রব্য ধারা ১৬১ এ বর্ণিত অভিপ্রায়ে বা, ক্ষেত্রমত, পুরস্কার হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন বা অর্জন করিয়াছেন, অথবা গ্রহণ করিবার জন্য সম্মত হইয়াছেন অথবা উহা প্রতিদান বিহীন বা এইরূপ প্রতিদানসহ অর্জন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা তিনি অপরিাপ্ত বলিয়া জানেন।

(২) দণ্ডবিধির ধারা ১৬৫ক এর অধীন শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধের বিচারকালে যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে, কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক কোনো বকশিস (বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত) অথবা কোনো মূল্যবান দ্রব্য প্রদান করা হইয়াছে অথবা প্রদানের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে অথবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা হইলে, বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হইলে, ইহা অনুমান করা হইবে যে, তিনি উক্ত বকশিস বা, ক্ষেত্রমত, মূল্যবান দ্রব্য ধারা ১৬১ এ

* আইনের সর্বত্র “পাকিস্তান”, “কেন্দ্রীয় সরকার” এবং “পাকিস্তান দণ্ডবিধি” শব্দগুলির পরিবর্তে “বাংলাদেশ”, “সরকার” এবং “দণ্ডবিধি” শব্দগুলি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর এর ৩ ধারা এবং তপসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

১ “সরকার” শব্দের পরিবর্তে “প্রজাতন্ত্র” শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তপসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ “মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ, ১৯৫৯ এ সংজ্ঞায়িত পরিষদ, অথবা পৌরসভা কমিটি” শব্দগুলি, কমাগুলি এবং সংখ্যাগুলির পরিবর্তে “কর্তৃপক্ষ” শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তপসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

বর্ণিত অভিপ্রায়ে বা, ক্ষেত্রমত, পুরস্কার হিসাবে প্রতিদান বিহীন বা এইরূপ প্রতিদানসহ প্রদান করিয়াছেন বা অথবা প্রদানের জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন অথবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা তিনি অপরিপূর্ণ বলিয়া জানিতেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আদালত উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত অনুমান করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন যদি আদালত মনে করে যে, উপরি-বর্ণিত বকশিস বা দ্রব্য এতই নগন্য যে কোনো দুর্নীতির ধারণা স্বচ্ছভাবে গ্রহণ করা যায় না।

৫। অপরাধমূলক অসদাচরণ।- (১) একজন সরকারি কর্মচারী অপরাধমূলক অসদাচরণের অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে-

- (ক) যদি তিনি নিজের জন্য অথবা অপর কোনো ব্যক্তির জন্য দণ্ডবিধির ধারা ১৬১ এ বর্ণিত অভিপ্রায় বা পুরস্কার হিসাবে (বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত) কোনো বকশিস গ্রহণ করেন অথবা অর্জন করেন অথবা গ্রহণ করিবার জন্য সম্মত হন অথবা অর্জন করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন; অথবা
- (খ) যদি তিনি নিজের জন্য অথবা অপর কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো মূল্যবান বস্তু, বিনামূল্যে বা এইরূপ মূল্যে, যাহা তিনি অপরিপূর্ণ বলিয়া জানেন, এমন কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে গ্রহণ করেন বা অর্জন করেন অথবা গ্রহণ করিবার জন্য সম্মত হন অথবা অর্জন করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন যিনি তাহার জানামতে তৎকর্তৃক পরিচালিত বা পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ কোনো কার্যধারা বা কর্মকাণ্ডে জড়িত রহিয়াছেন বা আছেন বা থাকিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, অথবা তাহার স্থায়ী অথবা কোনো সরকারি কর্মচারীর অধস্তন হইবার কারণে সরকারি কর্তব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, অথবা তাহার জানামতে এইরূপ কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে যাহার স্বার্থ রহিয়াছে বা অনুরূপ জড়িত ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক রহিয়াছে; অথবা
- (গ) যদি তিনি সরকারি কর্মচারী হিসাবে তাহার নিকট অর্পিত কোনো সম্পত্তি অথবা তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো সম্পত্তি অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে আত্মসাৎ করেন বা অন্যভাবে নিজের ব্যবহারের জন্য পরিবর্তন করেন অথবা অপর কোনো ব্যক্তিকে অনুরূপ করিতে অনুমতি দেন; অথবা
- (ঘ) যদি তিনি, নিজের জন্য অথবা অপর কোনো ব্যক্তির জন্য দুর্নীতি বা অবৈধ উপায়ে অথবা অন্যবিধভাবে সরকারি কর্মচারী হিসাবে তাহার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে কোনো মূল্যবান দ্রব্য বা আর্থিক সুবিধা অর্জন করেন অথবা অর্জন করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন; অথবা
- (ঙ) যদি তিনি, অথবা তাহার যে কোনো পোষ্যের দখলে জ্ঞাত আয়ের সহিত সজ্জতিহীন এমন কোনো আর্থিক সম্পদ বা সম্পত্তি রাখেন যাহার বিষয়ে তিনি সরকারি কর্মচারী হিসাবে যুক্তিসঙ্গত জবাবদিহি করিতে না পারেন।

ব্যাখ্যা।- এই দফায় সরকারি কর্মচারীর সহিত সংশ্লিষ্ট “পোষ্য” অর্থ তাহার স্ত্রী, সন্তান, সং-সন্তান, পিতা-মাতা, তাহার সহিত বসবাসরত এবং সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ভগ্নি এবং নাবালক ভাই।

(২) কোনো সরকারি কর্মচারী যদি অপরাধমূলক অসদাচরণ সংঘটন করেন অথবা করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক সাত বৎসর কারাদণ্ড, অথবা অর্থদণ্ড, অথবা ^১[উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং অপরাধমূলক অসদাচরণের সহিত সংশ্লিষ্ট আর্থিক সম্পদ বা সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে]।

(৩) উপ-ধারা (২) এর শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিচারকালে যদি ইহা প্রমাণ করা যায় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি অথবা তাহার পক্ষে অপর কোনো ব্যক্তির দখলে তাহার জ্ঞাত আয়ের সহিত সজ্জতিহীন এমন কোনো আর্থিক সম্পদ বা সম্পত্তি রহিয়াছে যাহার বিষয়ে তিনি সন্তোষজনক জবাবদিহি করিতে না পারেন, এবং অনুরূপ প্রমাণের পর বিপরীত

^১ “উভয়” শব্দের পরিবর্তে “উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং অপরাধমূলক অসদাচরণের সহিত সংশ্লিষ্ট আর্থিক সম্পদ বা সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে” শব্দগুলি দুর্নীতি প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৮ নং আইন) এর ২ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

প্রমাণিত না হইলে, আদালত অনুমান করিতে পারিবে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধমূলক অসদাচরণের অপরাধে দোষী এবং তজ্জন্য তাহার দণ্ডদেশ শুধু এই কারণে অবৈধ হইবে না যে, ইহা সম্পূর্ণভাবে উক্ত অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া প্রদান করা হইয়াছে।

(৪) এই ধারার বিধানাবলি আপাতত বলবত প্রচলিত অন্য কোনো আইনের অতিরিক্ত হইবে, এবং উহাদের হানিকর হইবে না, এবং ইহার কোনো কিছুই কোনো সরকারি কর্মচারীকে তাহার বিরুদ্ধে, এই ধারা ব্যতীত, অন্য কোনো কার্যধারা দায়ের করা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবে না।

^১[৫ক। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোনো পুলিশ কর্মকর্তা ধারা ৩ এ উল্লিখিত দণ্ডবিধির যে কোনো ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ অথবা ধারা ৫ এ বর্ণিত যে কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধ প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতিরেকে তদন্ত করিতে পারিবেন না অথবা গ্রেফতারী পরোয়ানা ব্যতীত গ্রেফতার করিতে পারিবে না।]

৬।[বিচারের জন্য পূর্বানুমতি প্রয়োজন।— ফৌজদারি আইন সংশোধন আইন, ১৯৫৩ (১৯৫৩ সনের ৩৭নং আইন) দ্বারা বিলুপ্ত।]

৭। অভিযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত সাক্ষী হইতে পারিবেন।- দণ্ডবিধির ধারা ১৬১ বা ধারা ১৬৫ অথবা এই আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উপযুক্ত সাক্ষী হইতে পারিবেন এবং শপথপূর্বক তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অথবা তাহার সহিত একই বিচারে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডনের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,

- (ক) তাহার নিজের পক্ষ হইতে অনুরোধ ব্যতীত তাকে সাক্ষী হিসাবে ডাকা হইবে না,
- (খ) তাহার সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যর্থতা রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক কোনো মন্তব্যের বিষয়বস্তু হইবে না বা তাহার বিরুদ্ধে অথবা তাহার সহিত একই বিচারে তাহার নিজের বা অভিযুক্ত অন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার অনুমানের কারণ হইবে না,
- (গ) তাকে এমন কোনো প্রশ্ন করা যাইবে না এবং প্রশ্ন করিলেও উহার উত্তর দিতে বাধ্য করা যাইবে না যে প্রশ্নের মধ্যে এইরূপ দেখানোর প্রবণতা থাকে যে, তিনি যে অভিযোগে অভিযুক্ত সেই অভিযোগ ছাড়াও তিনি অন্য কোনো অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বা অন্য কোনো অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছেন বা তিনি দুর্চরিত্রের অধিকারী, যদি না-
 - (অ) যে অপরাধে তিনি অভিযুক্ত সেই অপরাধে তাকে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য হিসাবে প্রমাণ উপস্থাপন করা যাইবে যে, তিনি অনুরূপ অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন অথবা দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা
 - (আ) তিনি তাহার নিজের উত্তম চরিত্র প্রমাণের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাহার আইনজীবীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপক্ষের কোনো সাক্ষীকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন অথবা তাহার উত্তম চরিত্রের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া থাকেন অথবা আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রকৃতি অথবা আচরণ এইরূপ হয় যাহা রাষ্ট্রপক্ষ বা রাষ্ট্রপক্ষের কোনো সাক্ষীর চরিত্রের উপর অভিযোগ আরোপ করে, অথবা
 - (ই) একই অপরাধে অভিযুক্ত অন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে তিনি সাক্ষ্য দিয়া থাকেন।

^১ ধারা ৫ক ফৌজদারি আইন সংশোধন আইন, ১৯৫৩ (১৯৫৩ সনের ৩৭নং আইন) এর ৫ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।
